



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 806 - 812

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক ও তার তাৎপর্য

চন্দনী টুডু

Email ID: tuduchandani71@gmail.com

 0009-0008-2323-2169

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Santali Folk
Literature, Bengali
Folk Literature,
Animal Symbolism,
Folklore Studies,
Indigenous Culture,
Oral Tradition,
Comparative
Literature, Cultural
Significance.

Abstract

This research paper explores the use of animal symbolism and its cultural significance in Santali and Bengali folk literature. Folk narratives, songs, myths, and oral traditions of both communities frequently employ animals not merely as characters, but as powerful symbolic devices that reflect social values, ethical codes, ecological awareness. The study undertakes a comparative analysis to understand how animal symbols function within these two distinct yet geographically and culturally interconnected traditions.

In Santali folk literature, animals are deeply embedded in the indigenous worldview that emphasizes harmony between humans and nature. Animals such as the tiger, elephant, horse, snake, and various birds often represent strength, guardianship, fear, fertility, or spiritual mediation. These symbols are closely linked to animistic beliefs, clan totems, and ritual practices, where animals are viewed as ancestors, protectors, or messengers of the spirit world. The narratives highlight a reciprocal relationship between human and animals, underscoring respect for the natural environment.

In Bengali folk literature, animal symbolism is equally rich but often reflects agrarian life, social hierarchy, moral instruction, and human psychology. Stories, proverbs, and folktales frequently use animals like the fox, crow, snake, and tiger to portray cleverness, greed, patience, evil, power, or virtue. Unlike Santali traditions, Bengali folk narratives often employ animals allegorically to critique social norms, human follies, and ethical dilemmas. Through textual analysis and comparative interpretation, this paper demonstrates that while both traditions use animals as symbolic tools, their meaning are shaped by differing cultural contexts, belief systems, and socio-economic structures. The study highlights the shared folkloric heritage of the region while also emphasizing the unique indigenous and mainstream cultural expressions. Ultimately, the research contributes to a deeper understanding of how animal symbolism in folk literature serves as a mirror of human society and cultural identity.

Discussion

ভূমিকা : লোকসাহিত্য একটি জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক স্মৃতি, বিশ্বাস, জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মৌখিক ও লিখিত প্রকাশ। ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতিতে লোকসাহিত্য শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতিফলন। এই লোকসাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পশুপ্রতীক। পশু এখানে কেবল জীবজন্তু হিসেবে উপস্থিত নয়, বরং মানবীয় গুণাবলী, সামাজিক মূল্যবোধ, ভয়, কামনা ও নৈতিক শিক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্য-উভয়ই প্রকৃতিনির্ভর সমাজব্যবস্থার ফসল। সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন গভীরভাবে অরণ্য, কৃষিকাজ, পাহাড়, শিকার, নদী ও পশুপাখির সঙ্গে যুক্ত। ফলে তাদের লোককথা, মিথ, গান ও আচার-অনুষ্ঠানে পশুর উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাঁওতালি লোককথায় ঘোড়া, হাতি, সাপ, কেঁচো, কুমির, কচ্ছপ, কাঁকড়া, বাদর, শেয়াল ও পাখি কেবল শক্তি বা প্রতীক নয়; অনেক ক্ষেত্রে তারা দেবতা, পূর্বপুরুষ কিংবা সমাজরক্ষকের ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাঘ সাঁওতালি সমাজে শক্তি ও রক্ষাকর্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত, আবার সাপ বহু ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও পুনর্জন্মের ধারণার সঙ্গে যুক্ত।

অন্যদিকে, বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। বাংলা রূপকথা, ব্রতকথা, মঙ্গলকাব্য, পুঁথিসাহিত্য ও প্রবাদ-প্রবচনে পশুরা মানব সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। 'ঠাকুমার ঝুলি' বা বাংলা রূপকথায় পশুরা মানুষের মতো কথা বলে। শিয়াল চতুর ও ধূর্ততার প্রতীক, সিংহ রাজকীয় ক্ষমতা ও বীরত্বের প্রতীক, গরু মাতৃত্ব ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আবার বাঘ ও সাপ ভয়, শক্তি ও নিয়তির প্রতীক হিসেবে বারবার ফিরে আসে। বাংলা লোককথায় পশুদের মাধ্যমে সমাজের ক্ষমতার সম্পর্ক, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও মানবিক দুর্বলতা রূপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্যের পশুপ্রতীক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উভয় ধারার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সাদৃশ্য এই যে-দুই সংস্কৃতিতেই পশু মানুষের সমকক্ষ চরিত্রে উপস্থাপিত এবং নৈতিক শিক্ষার বাহক। বৈচিত্র্য এই যে - সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক অনেক বেশি আচারকেন্দ্রিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে বাংলা লোকসাহিত্যে পশু প্রতীক সামাজিক ব্যঙ্গ, নৈতিক উপদেশ ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেশি ব্যবহৃত।

এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীকের রূপ, ব্যবহার ও তাৎপর্য তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা। এর মাধ্যমে আদিবাসী ও বাঙালি লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন, প্রকৃতিবোধ ও সামাজিক মানসিকতা অনুধাবনের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

লোকসাহিত্য ও পশুপ্রতীক : তাত্ত্বিক কাঠামো— লোকসাহিত্য গবেষণায় মোটিফ ও টাইপ তত্ত্ব প্রধানত ব্যবহার করা হয় যাতে গল্প-কাহিনীর গঠন, পুনরাবৃত্তি এবং প্রতীকি উপাদান বিশ্লেষিত হয়। Stith Thompson 'Motif-Index of Folk-Literature' নামক এক লেখায়, গল্প-উপাদান বা মোটিফগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি হল- পশুমোটিফ। পশুমোটিফ বিভাগে প্রাণী সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতীক ও ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ রয়েছে, যা লোককাহিনীতে পশুপ্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বলা যেতে পারে মোটিফগুলির ফলে পশু-প্রাণীগুলির সহায়কারী, প্রতিপক্ষ বা রূপান্তরকারী চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে। এছাড়া, "Archetype and Motifs in Folklore and Literature: A Handbook"^২ গ্রন্থে লোকসাহিত্যের প্রতীক-মূলক উপাদান ও মোটিফ-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষিত আছে। বইয়ের "Mythical Animals" অধ্যায়ে প্রাণী-সম্পর্কিত প্রতীক, যেমন ড্রাগন, পাখি বা রূপান্তরিত প্রাণীর মোটিফগুলোর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই তাত্ত্বিক কাঠামো লোকসাহিত্যকে শুধুমাত্র গল্প হিসেবে না দেখে, তার প্রতীকি স্তর, সামাজিক-মানসিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড বিশ্লেষণের একটি উপকরণ হিসেবে দেখায়।

সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক : সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ উপাদান। সাঁওতালি সমাজ মূলত প্রকৃতি নির্ভর, বন, পাহাড়, নদী, গাছপালা, শিকার ও পশুপাখির সঙ্গে তাদের জীবন ও জীবিকার নিবিড়

সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই কারনেই তাদের লোকসাহিত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনন্দিন আচারণের প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং একটি সক্রিয় ও জীবন্ত চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। পশু এখানে মানুষের সহচর, পথপ্রদর্শক, কখনও রক্ষাকর্তা আবার কখনও নৈতিক শিক্ষার বাহক হিসেবে চিত্রিত হয়।

সাঁওতালি সৃষ্টিকথা, লোককথা, গান ও উপকথায় পশুরা প্রায়ই মানবগুণসম্পন্ন চরিত্রে রূপ নেয়।

“শিয়াল, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, সাপ, কাক, কাঁকড়া, কচ্ছপ, চিংড়ি বা মোরক - এইসব পশু-পাখিরা নানা প্রতীকী অর্থ বহন করে। যেমন বাঘ শক্তি ও সাহসের প্রতীক, শিয়াল বুদ্ধি ও কৌশলের, আবার সাপ ভয় ও রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষাকর্তা শক্তিরও প্রতীক।”^৩

এই পশুচরিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ, জীবনদর্শন ও সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা সহজভাবে উপস্থাপিত হয়।

এছাড়া পশু-পাখি সাঁওতালি সংস্কৃতিতে টোট্টেমিক চিহ্ন হিসেবেও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। সাঁওতালি সমাজে বিভিন্ন গোত্র বা পরগণা নির্দিষ্ট পশু, পাখি বা উদ্ভিদের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় যুক্ত করে। এই টোট্টেম বিশ্বাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশু তাদের পূর্বপুরুষের প্রতীক বা রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেই পশু-পাখিকে হত্যা বা ক্ষতি কড়া নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। এর মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সহাবস্থানের নীতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের আদিম চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতএব, সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক কেবল সাহিত্যিক অলংকার নয়, এটি তাদের সামগ্রিক জীবনবোধ, ধর্মীয় আস্থা, সামাজিক কাঠামো ও প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের দর্শনের গভীর প্রতিফলন। এই পশুপ্রতীকের মধ্য দিয়েই সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতির পরিচয় ও চিন্তাজগত উন্মোচিত হয়।

সাঁওতালি সৃষ্টিতত্ত্বে পশুপ্রতীক : সাঁওতালি সৃষ্টিকথা/ পুরাণ অনুসারে, বিশ্বের অস্তিত্বের শুরু সরাসরি মানব থেকে নয়, বরং প্রাণী ও পাখিদের মাধ্যমেই ঘটেছে। প্রাচীন বিশ্বাসে পৃথিবী প্রথমে জলাকার ও প্রাণী-প্রকৃতি ছিল, এবং তারপরেই সর্বশক্তিমান বা ঈশ্বর পৃথিবী রচনায় পশুপাখির ভূমিকা ব্যবহার করেন।

প্রথম প্রর্ধায়ে জলধারায় বসবাসকারী প্রাণীদের যেমন - “কাঁকড়া, বোয়াল মাছ, কচ্ছপ, সাপ, কেঁচো, কুমীর, চিংড়ি মাছ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। এইগুলিই পরে একত্রে কাজ করে পৃথিবীর মাটি ও ভূমি তৈরিতে সহায়তা করে। বলা চলে মাটির কুষ্ঠচর্মী কেঁচোই, মাটি মুখে করে নিয়ে কচ্ছপের পিঠের উপর বসানো সোনা থালায় মাটি রাখে।”^৪ এইভাবেই পৃথিবীর মাটি সৃষ্টি হয়।

এরপর ঈশ্বর নিজের গায়ের ময়লা থেকে ‘নিগুরিয়া’ আর ‘নিমুরিয়া’ নামে দুটি মানব তৈরি করেন, সেটাও ‘সিঃসাদম’ নামে একটি ঘোড়া ভেঙ্গে দেয়। তারপর “ঈশ্বর দুইটি হাঁস ও হাঁসলি নামে পাখি তৈরি করেন, যাদের জন্ম সৃষ্টি পর্যায়ে বিবেচিত। পাখি দুটি সব জায়গায় উড়তে উড়তে শেষে পৃথিবীতে অবস্থান করে এবং সেখানে তারা একটি বাসা বানায় ও দিম পাড়ে। আর সেই থেকে জন্ম নেয় প্রথম মানবদম্পতি পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুডহি।”^৫ এখানে দেখা যায় মানুষের সৃষ্টিতেও পশুপাখির ভূমিকা অগ্রণীয়।

সাঁওতালি সমাজ এই সৃষ্টিকথা দ্বারা পশু-পাখিদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শন করে। তারা বিশ্বাস করে পশু-পাখিরা কেবল জীববৈচিত্র্যের অংশ নয়, বরং মানুষের সৃষ্টির পূর্বপুরুষ ও জীবন ধারার অংশ। তাই আনুষ্ঠানিক কাহিনীগুলিতে দেখা যায় বিভিন্ন পশু-পাখির চরিত্র ও আচারন থেকে নৈতিক শিক্ষা ও জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত শিক্ষণ করা হয়।

টোট্টেমিক পশুপূজা ও সামাজিক পরিচয় : সাঁওতালি সমাজে প্রতিটি গোত্র নিজস্ব টোট্টেম থাকে, যা মূলত পশু-পাখি বা উদ্ভিদ হয় এবং তা ওই গোত্রের অপরিহার্য প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, -

“হাঁসদা গোত্রের টোটম হাঁস এবং মুরমু গোত্রের টোটম নীলগাই এই সম্পর্কটি তাদের গোত্র পরিচয়ের মূল অংশ। কিন্তু টোটম কিকির অর্থাৎ কিংফিশার পাখি, টুডুর টোটম টুংটুকুর চঁড়ে মানে উলু পাখি, বেদিয়ার টোটম ভেড়া, পাউরিয়ার টোটম পায়রা, এবং চঁড়ে গোত্রের টোটম চ্যামেলিয়ন।”^৬

সাঁওতালরা তাদের টোটমকে গভীর শ্রদ্ধা করে এবং তা হত্যা বা ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন টোটম তাদের রক্ষা ও ঐক্য প্রদর্শন করে।

লোককথা ও উপকথায় পশু প্রতীক : সাঁওতালি লোককথা ও উপকথায় পশুরা মানবসমাজের নৈতিকতা, বুদ্ধি ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিয়ালকে ধূর্ততা ও বুদ্ধির প্রতীক, হাতিকে শক্তি ও স্মৃতির প্রতীক এবং বাঘকে ক্ষমতা অ ভয়ের রূপ হিসেবে দেখানো হয়। এসব কাহিনিতে পশুরা মানুষের মতো কথা বলে ও সিদ্ধান্ত নেয়, যার মাধ্যমে সমাজের ভালো-মন্দ আচরণ বোঝানো হয়। যেমন, ‘Santali Folk Tales’^৭ সম্পাদিত গ্রন্থে শিয়ালের কৌশল মানব বুদ্ধির রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার W.G. Archer এর ‘The Blue Grove’ এ পশুকেন্দ্রিক উপকথা সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করে।^৮

আচার-অনুষ্ঠানে পশু : সাঁওতালি আচার-অনুষ্ঠানে পশুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতাল সমাজে বিশ্বাস দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে পশু-পাখিদের। সাঁওতালি সহরায় পরবে পর-ষাঁড়কে কেন্দ্র করে কৃষিজীবনের শক্তি ও উর্বরতা জন্য আনন্দ-উৎসব উদযাপিত হয়। পশু এখানে জীবিকা ও আশীর্বাদের প্রতীক। এছাড়া বাঁধনা পরব, কারাম ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠানে পশু ও প্রকৃতি-আধারিত প্রতীক ব্যবহৃত হয়। আবার –

“নীতিন বসুর সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতি বইতে বলা হয়েছে, শুকর সাঁওতালদের কাছে শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক।”^৯

তাই পশু কেবল খাদ্য নয়, বরং ধর্মীয় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক : বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পশু-পাখি গভীরভাবে যুক্ত। পুরাণ, লোককথা, রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, প্রবাদ, লোকগান ও ছড়ায় পশুদের মানুষের মতো আচরণ করতে দেখা যায়। এই পশু প্রতীকগুলির মাধ্যমে সমাজের নৈতিক শিক্ষা, মানবিক গুণাবলি ও সামাজিক বাস্তবতা সহজ ও রসাত্মকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে পশুপ্রতীক বাংলা লোকসাহিত্যের ভাব ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

পুরাণীয় ও ধর্মীয় পশুপ্রতীক : বাংলা পুরাণীয় ও ধর্মীয় বিষয়ে পশুপ্রতীক হল ধর্মীয় ভাবনা ও সামাজিক বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ বাহক। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন –

“গরু পবিত্রতা ও মাতৃত্বের প্রতীক, এটি কৃষিনির্ভর সমাজে জীবনের ধারক হিসেবে বিবেচিত। সিংহ শক্তি ও রাজসিকদার প্রতীক, দেবী দুর্গার বাহন হিসেবে অশুভ শক্তির বিনাশ বোঝায়। সাপ পুনর্জন্ম ও শক্তির প্রতীক, বিশেষত শিব ও মনসা পূজায় এর গুরুত্ব দেখা যায়। হাঁস ও রাজহাঁস জ্ঞান ও বিশুদ্ধতার প্রতীক, সরস্বতীর বাহক।”^{১০}

এই পশুপ্রতীকগুলির মাধ্যমে বাংলা পুরাণ ও ধর্মীয় চেতনায় নৈতিকতা, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটে।

লোককথা ও রূপকথায় প্রাণী : বাংলা লোককথা ও রূপকথায় পশু বিষয়টি মানবজীবনের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুমার বুলি গ্রন্থে শেয়াল, বাঘ, ও কচছপের মতো পশুর মাধ্যমে বুদ্ধি, লোভ ও ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন শেয়াল ও বাঘ গল্পে শেয়ালের চাতুর্য বাঘের শক্তিকে পরাস্ত করে। আবার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বলেছেন –

“টুনটুনি পাখি দুর্বল হয়েও বুদ্ধি আর সাহসের জন্য শক্তিশালি শত্রুকে পরাস্ত করে।”^{১১}

এসব গল্পে পশুর আচারণের মধ্য দিয়ে সমাজনীতি, নৈতিকতা ও মানবচরিত্রের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়, যা বাংলার লোকসাহিত্যকে শিক্ষামূলক ও আনন্দময় করে তুলেছে।

ব্রতকথায় পশুর উপস্থিতি : ব্রতকথা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যেটা দেব-দেবীর কৃপা ও মঙ্গল-কামনাকে কেন্দ্র করে হয়। অনেক ব্রতকথায় গরু, সাপ, ব্যাঙ, বা পাখি শুভ-অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।^{১২} যেমন মনসা-ব্রতকথায় সাপ দেবীর বাহন ও শক্তির প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার কিছু ব্রতকথায় গরু বা পাখি মানবের কর্মফল নির্দেশ করে, যা নৈতিক শিক্ষার বাহক।

বাউল ও গ্রামীণ গানে পশুপ্রতীক : বাংলা বাউল ও গ্রামীণ গানে পশু-প্রতীক মানবদেহ, ইন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাউল গানে গরু, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদি প্রতীক আসলে কামনা, মন ও প্রাণশক্তিকে বোঝায়।^{১৩} “লালন ফকির, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি”, গানে পাখিকে আত্মার প্রতীক করেছেন, যা দেহ নামক খাঁচার বন্দি। আবার গ্রামীণ গানে, “গরু চরানো বা হাল টানা”, জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমের রূপক।^{১৪} এসব প্রতীক সহজ ভাষায় গভীর দার্শনিক ভাব প্রকাশ করে।

পশুপ্রতীকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ : লোকসাহিত্য মানুষের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। বাংলা ও সাঁওতালি-উভয় লোকসাহিত্যে পশুএকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পশু প্রতীকের মাধ্যমে সমাজের নৈতিক শিক্ষা, মানবচরিত্রের গুণাবলি ও ত্রুটি, এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রকৃতি ও আদিবাসী জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রকৃতিনির্ভর হওয়ায় পশুদের দেবতা, পূর্বপুরুষ কিংবা আত্মার প্রতিনিধি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সাঁওতালি লোককথায় হাতি শক্তি ও স্মৃতির প্রতীক, পাখি বার্তাবাহক এবং সাপ রহস্য ও পুনর্জন্মের প্রতীক বোমপাস। এখানে পশু শুধু রূপক নয়, বরং জীবনের সহচর অ আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবেও বিবেচিত।

বাংলা লোকসাহিত্যে পশু প্রতীক প্রধানত রূপকথা, উপকথা, ছড়া ও ব্রতকথায় দেখা যায়। এখানে শেয়াল ধূর্ততার প্রতীক, বাঘ ক্ষমতা ও ভয়ের প্রতীক, সিংহ রাজকীয়তা ও সাহসের প্রতীক এবং গরু পবিত্রতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন -

“বাংলা রূপকথায় শেয়াল প্রায়ই বুদ্ধিমান কিন্তু স্বার্থপর চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থাকে, যা মানুষের কৌশলী ও প্রতারক স্বভাবকে নির্দেশ করে।”^{১৫}

পশুদের মানবিক গুণ প্রদান করে কাহিনি নির্মাণের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, বাংলা লোকসাহিত্যে পশু প্রতীক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যঙ্গ, নৈতিক শিক্ষা ও মানবচরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং আদিবাসী ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। বাংলা লোককথায় পশু মানবসমাজের প্রতিচ্ছবি হলেও, সাঁওতালি লোককথায় পশু মানবসমাজের সমান্তরাল এক অস্তিত্ব।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো প্রতীকের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য। বাংলা লোকসাহিত্যে পশু প্রতীক গল্পকেন্দ্রিক ও বিনোদনমূলক হলেও, সাঁওতালি লোকসাহিত্যে তা জীবনদর্শন ও আচারকেন্দ্রিক। এই দিক থেকে সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশু প্রতীকের সাংস্কৃতিক গভীরতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

সুতরাং বলা যায়, বাংলা ও সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশু প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের পার্থক্যের কারণে এর অর্থ ও তাৎপর্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের বহুসাংস্কৃতিক লোকঐতিহ্য বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক।

পশুপ্রতীকের সামাজিক তাৎপর্য : লোক সাহিত্যে পশুপ্রতীক কেবল কাহিনির অলংকার নয়, এটি সমাজের ক্ষমতাকাঠামো, নৈতিক আদর্শ ও পরিচয়বোধ নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নৃতাত্ত্বিক ও লোকসাহিত্যতাত্ত্বিকদের মতে, -

“পশুপ্রতীক মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান ও বোধগম্য করে তোলে।”^{১৬}

সাঁওতালি সমাজে পশুপ্রতীকের সামাজিক তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রকট। টোট্টেমিক পশু কেবল গোত্রনাম নয়, বরং বিবাহনিষেধ, আত্মীয়তা নির্ধারণ এবং সামাজিক সংহতির ভিত্তি। যেমন - একই পশুটোট্টেমভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার একটি কার্যকর ব্যবস্থা। এখানে পশুপ্রতীক সমাজকে ভাঙন থেকে রক্ষা করার নৈতিক ও কাঠামোগত ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীকের সামাজিক তাৎপর্য তুলনামূলকভাবে রূপক ও আদর্শনির্ভর।

“শেয়ালের ধূর্ততা, বাঘের শক্তি, গরুর ধৈর্য বা কুকুরের আনুগত্য - এসব প্রতীক সমাজে গ্রহণযোগ্য আচারন চিহ্নিত করে। নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসুর মতে, এই ধরনের প্রতীক সমাজে নৈতিক শিক্ষার অলিখিত পাঠ্যক্রম হিসেবে কাজ করে।”^{১৭}

পশুপ্রতীকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য হল ক্ষমতার রূপায়ণ। বাংলা লোককথায় বাঘ বা সিংহ প্রায়শই রাজা, জমিদার বা শাসকের প্রতীক আবার দুর্বল প্রাণী সাধারণ মানুষের অবস্থান নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক অসমতা ও ক্ষমতার সম্পর্ক কাহিনির স্তরে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁওতালি লোকসাহিত্যে যদিও বাঘ, হাতি শক্তির প্রতীক, তবুও মানুষ আর পশুর মধ্যে সম্পর্ক তুলনামূলক ভাবে সহাবস্থানমূলক-যা একটি সমতাভিত্তিক সমাজচেতনার ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়াও পশুপ্রতীক সমাজে মানব-প্রকৃতি সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। কোনো পশুকে পবিত্র বা পূর্বপুরুষরূপে কল্পনা করার ফলে সেই পশু নিধনে বিধিনিষেধ আরোপ হয়। এই দিক্তি না আলোচিত হলে লোকসাহিত্যের পরিবেশগত সামাজিক ভূমিকা অস্পষ্ট থেকে যায়।

বলা যায় পশুপ্রতীকের সামাজিক তাৎপর্য আলোচনা করলে বোঝা যায় - লোকসাহিত্য কেবল বিনোদন বা নৈতিক শিক্ষা নয়, এটি সমাজের আত্মরক্ষামূলক স্মৃতি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। এই বিশ্লেষণ ছাড়া সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণা তাত্ত্বিকভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উপসংহার : সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্য ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসী ও গ্রামীণ সমাজের জীবনবোধ, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই লোকসাহিত্যে পশু কেবল জীবজগতের অংশ হিসেবেই নয়, বরং প্রতীকী অর্থে মানবজীবনের নৈতিকতা, সামাজিক কাঠামো, ভরসা, শক্তি ও দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় সাহিত্যধারায় পশু প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কই এই প্রতীকী ভাবনার মূল ভিত্তি।

সাঁওতালি লোককথা ও লোকগানে পশুদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিকারনির্ভর ও বনকেন্দ্রিক জীবনের ফলে সাঁওতালি সমাজে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, ঘোড়া, সাপ, কুমির, কচছপ, হরিণ, পাখি ইত্যাদি পশু ভয় ও শক্তির প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাঘ, হাতি সাধারণত সাহস, বিপদ ও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতীক, আবার কোনো কোনো কাহিনিতে সে রক্ষক বা পূর্বপুরুষের রূপও ধারণ করে। শিয়াল বুদ্ধি ও কৌশলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা মানব সমাজের চালাক ও সুবিধাবাদী চরিত্রকে নির্দেশ করে। সাঁওতালি লোকসাহিত্যে পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ-অনেক গল্পে পশুরা কথা বলে, এর মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবজগতের সুহাবস্থানের দর্শন ফুটে ওঠে। অন্যদিকে বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রূপকথা, ব্রতকথা ও লোককথায় বাঘ শক্তি ও ভয়ের প্রতীক হলেও তাকে বোকা বা পরাজিত হিসেবেও দেখানো হয়, যা মানুষের বুদ্ধির জয়কে নির্দেশ করে। শিয়াল প্রতীকীভাবে ধূর্ততা ও কৌশলের রূপ, আর সিংহ রাজশক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতীক। গরু,

সাপ ও পাখি বাংলা লোকবিশ্বাসে পবিত্রতা, দেবত্ব ও সৌভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত। মনসামঙ্গল বা মনসা-কেন্দ্রিক লোককাহিনিতে সাপ শুধু ভয়ের প্রতীক নয়, বরং দেবীশক্তির বাহন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাঁওতালি সাহিত্যে পশু প্রতীক প্রকৃতিনির্ভর ও সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যেখানে মানুষ ও পশু একই অস্তিত্বের অংশ। অপরদিকে বাংলা লোকসাহিত্যে পশুপ্রতীক অপেক্ষাকৃত মানবকেন্দ্রিক ও নৈতিক ব্যাখ্যায় আবদ্ধ, যেখানে পশুর মাধ্যমে মানুষের গুণ-দোষ ও সামাজিক শিক্ষাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য মূলত দুই সমাজের জীবনযাপন, অর্থনৈতিক কাঠামো ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতার ফল।

সবশেষে বলা যায়, সাঁওতালি ও বাংলা লোকসাহিত্যে পশু প্রতীক কেবল গল্পের অলংকার নয়, বরং সমাজের মানসিক গঠন, বিশ্ববীক্ষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহক। এই পশু প্রতীকগুলির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছে, ভয় ও আশা প্রকাশ করেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করেছে। ফলে লোকসাহিত্যের এই পশু প্রতীকসমূহ আমাদের সামাজিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য উপাদান।

Reference:

১. সেন, দীনেশচন্দ্র. বাংলা লোকসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ৪৫
২. Thomsson, Stith. Motif-Index of Folk-Literature : A Classification of Narrative Elements in Folk-Tales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fables, Jest-Books, and Local Legends. Rev. And enlarged ed, vol. I, Indiana University Press, 1955. Motif B2, p. 99
৩. হেমব্রম, পরিমল. সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৭, পৃ. ৪৮
৪. ডাঃ বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, কলিকাতা সুবর্ণরেখা প্রেস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৮৯
৫. স্ক্রফসরুড এল. ও. হড় করেন মারে হাপড়াপকো রেয়াঃ কাথা, বেনাগাডিয়া মিশন প্রেস, ঝাড়খন্ড, ১৮৮৭, পৃ. ১০
৬. ডাঃ টুডু কৃষ্ণচন্দ্র, সাঁওতালি লোকসাহিত্য, সাঁওতালি সাহিত্য পরিষদ, রাঁচি ২০১৩, পৃ. ২
৭. Bompas, Cecil Henry, editor. Santali Folk Tales. David Nutt, 1909, p. 47
৮. Archer, William George, The Blue Grove: The poetry of the Uraons. George Allen & Unwin, 1940, p. 63
৯. বসু, নীতীন, 'সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি'. কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ৭৬
১০. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, বাংলা সাহিত্যে পুরাণ, দেজ পাবলিশিং কলকাতা ২০০৫, ৪৫-৪৭, ৬২-৬৪
১১. রায়, উপেন্দ্রকিশোর, টুনটুনির বই, কলকাতা, উপেন্দ্রকিশোর রায় এন্ড সন্স, ১৯১০, পৃ. ১২
১২. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃ. ২১৪
১৩. লালন, ফকির, লালনগীতি সংগ্রহ সম্পাদক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, বাংলা একাডেমি, ২০১০ পৃ. ৪৫
১৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ বাংলা লোকসংস্কৃতি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮ পৃ. ১১২
১৫. দত্ত, আশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ৫৬
১৬. Dundes, Alan, Interpreting Folklore, Indiana University press, 1980, p. 45
১৭. Bose, Nirmal Kumar, Culture and Society in india, Asia Publishing House, 1967